বাংলাদেশ কখনও শ্রীলঙ্কা হবে না : হানিফ

বাংলাদেশ কখনও শ্রীলঙ্কা হবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ। তিনি বলেন, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কা নিয়ে বিএনপি স্বপ্ন দেখছে অভিযোগ করে মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন, এই স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। বাংলাদেশ কখনও শ্রীলঙ্কা হবে না।

বুধবার সকাল ১০টায় কুষ্টিয়ায় নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে হানিফ এই মন্তব্য করেন।

বিএনপির সমালোচনা করে হানিফ বলেন, ‘দেশের উন্নয়ন যাদের পছন্দ নয়, উন্নয়ন দেখলেই যাদের গাত্রদাহ হয়, তারা বাংলাদেশের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো হবে বলে বেড়াচ্ছেন। যারা শ্রীলঙ্কার স্বপ্ন দেখছেন, এর আগে তারা মিসরকে নিয়েও স্বপ্ন দেখেছেন। বাংলাদেশের অবকাঠামো ও অর্থনীতি শ্রীলঙ্কার মতো নয়, তাই বাংলাদেশ কখনও শ্রীলঙ্কা হবে না, আর বিএনপির মন থেকে শ্রীলঙ্কার স্বপ্ন মুছে যেতেও বেশি সময় লাগবে না।

আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘সকাল-বিকাল যাদের সরকারবিরোধী মিথ্যাচার করার অভ্যাস তারা আসলে দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি দেখে গাত্রদাহের কারণে এসব কথা বলে যাচ্ছেন।

এ সময় তিনি কুষ্টিয়ার সাংবাদিক রুবেল হত্যা নিয়ে কথা বলেন। সদর আসনের এই সংসদ সদস্য বলেন, সাংবাদিক রুবেল হত্যার মামলা পিপিআইতে দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে। দ্রুত তদন্ত শেষে এই মামলার রহস্য উদঘাটন ও দোষীদের আইনের আওতায় আনা হবে।

যশোরে যুবদল নেতা হত্যায় সরকারকে দায়ী করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর- এই প্রসঙ্গে হানিফ উল্টো প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, ‘এই ধরনের অভিযোগ করার আগে বিএনপির সময়ে আওয়ামী লীগের ২৬ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যার দায় কি মির্জা ফখরুল সাহেবরা স্বীকার করে নিয়েছেন?

কুমারখালীতে ব্যতিক্রমধর্মী বয়স্ক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হাতেজান নেছা বয়স্ক বিদ্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। যে বিদ্যালয় থেকে বয়স্ক নিরক্ষর মানুষেরা অর্জন করতে পারবেন অক্ষরজ্ঞান। পাশাপাশি মুসলিম নারী-পুরুষ তাদের প্রয়োজনীয় ধর্মীয় জ্ঞান তথা কুরআনের আলো পেয়ে নিজেদের করতে পারবেন আলোকিত।

গত মঙ্গলবার অ্যাডভোকেট আকমল হোসেন ফাউন্ডেশনের আয়োজনে চড়াইকোল এলঙ্গীপাড়ায় এই বিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

নন্দলালপুর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আকমল হোসেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও হাতেজান নেছা বয়স্ক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট আকমল হোসেন।

স্থানীয় ও প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে, মূলত বিদ্যালয়টি নিরক্ষর মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়ানো জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তারা স্বাক্ষরতা অর্জনের পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞান যেমন নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতসহ ইসলামী জীবন বিধানের সকল জ্ঞান এখান থেকে অর্জন করতে পারবেন। কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা এবং আইনকানুন জানা যাবে এখান থেকে। এ প্রতিষ্ঠানে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য থাকছে আলাদা শিফ্টে ক্লাসের ব্যবস্থা।

আকমল হোসেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও হাতেজান নেছা বয়স্ক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আকমল হোসেন বলেন, আমরা ছোট বেলায় দেখেছি শিক্ষার অভাবে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এলাকার সাধারণ মানুষেরা। যার ফলে আমার এই উদ্যোগ নেয়া। আমি চাই এলাকার মানুষ এখানে এসে বাংলা ও ইসলামী জ্ঞান অর্জন করুন। এলাকার যুবকদের জন্য লাইব্রেরি করা হয়েছে যাতে করে

যুবকরা মোবাইল ফোন ছেড়ে বই নিয়ে ব্যস্ত হয়। এবং এখানে যুবকদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

অনুষ্ঠানে মাসুদ রানার সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে ব্যারিস্টার মনজুর নাহিদ (অ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট), কুমারখালী ফাজিল মাদরাসার প্রভাষক সোহেল আমিন বাবু, সিরাজুল ইসলাম ভুট্টো, সাইদুল ইসলাম, শাহজাহান আলী, দৈনিক নয়া দিগন্তের সংবাদদাতা সোহাগ মাহমুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে ফিতা কেটে হাতেজান নেছা বয়স্ক বিদ্যালয় উদ্বোধন করা হয় এবং বয়স্ক পুরুষ ও নারীদের মাঝে বই বিতরণ করা হয়।

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিক রুবেল হত্যার প্রতিবাদে ডিসি অফিস ঘেরাও

কুষ্টিয়ায় সাংবাদিক হাসিবুর রহমান রুবেল হত্যার প্রতিবাদে জেলার সর্বস্তরের সাংবাদিকদের অংশগ্রহণে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও ও স্মারকলিপি কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

বুধবার দুপুর ১২টার দিকে জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সাংবাদিকেরা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিতে থাকে। এ সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি উপলক্ষে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

কুষ্টিয়া এডিটরস ফোরামের সভাপতি মজিবুল শেখের সভাপতিত্বে টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি হাসান আলীর সঞ্চালনায় বিক্ষোভ ও ঘেরাও কর্মসূচীতে কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব (কেপিসি) ও কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, কেপিসির সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি নুরুন্নবী বাবু, এডিটরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক নুর আলম দুলাল,বাংলা নিউজের জেলা প্রতিনিধি লিটনউজ্জামান, নিউজ২৪-এর

প্রতিনিধি শরীফ বিশ্বাসসহ বিভিন্ন প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা বক্তব্য রাখেন।

সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সাংবাদিক রুবেল হত্যাকারীকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানান। তা না হলে জেলার সাংবাদিকেরা বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণে বাধ্য হবে বলে হুঁশিয়ার করেন তারা।

পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কুষ্টিয়া কালেক্টরেট চত্বর প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলামের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ বলেন, আমাদের কোনো ঈদ নেই, কোনো আনন্দ নেই। অবিলম্বে রুবেলের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করা না হলে কুষ্টিয়া অচল করে দেয়া হবে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুনিদের না ধরতে পারলে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

উল্লেখ্য, ৩ জুলাই রাত ৯টার দিকে কুষ্টিয়ার সিঙ্গার মোড়ে হাসিবুর রহমান রুবেল পত্রিকা অফিসে কাজ করছিলেন। এ সময় মোবাইল ফোনে একটি কল আসলে তিনি কাউকে কিছু না বলেই তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে যান। এরপর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। তার সবগুলো মোবাইল ফোনও বন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। এ ঘটনায় ওই দিন রাতেই সাংবাদিক রুবেলের ছোট ভাই মাহবুব কুষ্টিয়া মডেল থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন। পরে বৃহস্পতিবার দুপুরে কুমারখালী পৌরসভার তেবাড়িয়া এলাকায় নির্মাণাধীন গোলাম কিবরিয়া সেতুর নিচে তার অর্ধগলিত লাশ পাওয়া যায়।

সবাইকে নিয়ে এলাকার উন্নয়ন করতে হবে

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ আড়াই’শ বছরের প্রাচীণ প্রতিষ্ঠান। এখানে কাজ করতে পারাটাও সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাই সবাইকে নিয়ে এলাকার উন্নয়ন করতে হবে।

বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর, আমঝুপি, শ্যামপুর ও বাড়াদী ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, নবগঠিত শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান ও বারাদী ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম কে শপথ বাক্য পাঠ করান মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

শপথ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের হাতে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হুদা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন, জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি হাসানুজ্জামান মালেক সহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শপথ নিলেন ৪টি ইউনিয়নের ৩৬ জন

সাধারণ ও ১২ নারী সদস্য

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি, বারাদী, শ্যামপুর ও পিরোজপুর ইউনিয়নের নবনির্বাচিত ইউপি সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্য গনের শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

বুধবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই ইউনিয়নের ৩৬ জন সাধারণ সদস্য ও ১২ জন সংরক্ষিত নারী সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সমপন্ন হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ শেষে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন নবনির্বাচিত ইউপি সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা সদস্যদের রজনীগন্ধার স্টিক দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহমেদ চুন্নু, শ্যামপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন, ও বাড়াদী ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

জনপ্রতিনিধিদের সাধারণ মানুষকে সেবা দেওয়ার মানষিকতা তৈরী করতে হবে–জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেন, মেহেরপুর জেলায় সদ্য সমাপ্ত ৪টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ইভিএমে সুশৃংখল পরিবেশে স্বচ্ছ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে মানুষের ব্যাপক উপস্থিতিই প্রমাণ করে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অবাধ ও প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ নির্বাচন

তিনি আরও বলেন, জনগণ আমাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন। একজন জনপ্রতিনিধি অনুকরনীয়ভাবে চলতে হবে। তাকে দেখে যাতে করে তাকে দেখে ওই এলাকার লোকজন গর্ববোধ করেন। তার যে আচরণ, ব্যবহার, কর্ম তাকে সবকিছুর উর্দ্ধে থেকে কাজ করতে পারেন। তাকে দেখে অন্যরা শিখবে। তাই সবাইকে আচরণ ভাল করতে হবে। তিনি বলেন আচরণ বংশের পরিচয় আর কাজ যোগ্যতার পরিচয়। তিনি বলেন মানুষ আপনার আচরণ দেখে মানুষ বুঝবে আপনি কোন পরিবারের থেকে এসেছেন।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ খালেক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হুদা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর সভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহীন, জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি হাসানুজ্জামান মালেক সহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে জমি নিয়ে সংঘর্ষ। নারীসহ একই পরিবারের ৫ জন আহত

বাড়ির জমিকে কেন্দ্র করে ভাই বোনোর মধ্যে সৃষ্ঠ সংঘর্ষে উভয়পক্ষের নারীসহ ৫ জন আহত হয়েছেন। গাংনী উপজেলার জুগিন্দা গ্রামে আজ বুধবার (১৩ জুলাই) বিকালে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, বানিয়াপুকুর গ্রামের রাবিয়া খাতুন (৬৫), বড় মেয়ে জেসমিন খাতুন (৪২), ছোট মেয়ে মমতাজ খাতুন (২৪)। অপরপক্ষের আহতরা হলেন ওয়ালিদ হোসেন (৩৪) ও তার স্ত্রী মৌসুমী খাতুন (২২)। আহতরা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আহত জেসমিন খাতুন জানান, আমার বাবা ফকিরুল ইসলাম আমাদের দুই বোনকে দেড় বিঘা করে ও একমাত্র ভাই ওয়ালিদ হোসেনকে আড়াই বিঘা জমি রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছেন। বাড়িতে মাত্র ১২ কাঠা জমি আমাদের

দুই বোন ও মাকে রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছেন। সেই জমিতে আজকে আমার ছোট বোন মমতাজ খাতুন বাড়ি করতে গেলে ভাই ওয়ালিদ হোসেন ও তার স্ত্রী মৌসুমী খাতুন আমার মাকে ও বোনকে মারপিট করেন। এতে আমি ঠেকাতে গেলে আমাকে মারপিট করে। মারামারির সময় আমরা তিনজনসহ আমার ভাইয়ের বউ মৌসুমী খাতুন আহত হয়। এঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান জেসমিন খাতুন।

এদিকে ওয়ালিদ হোসেন জানান, আমার বোন ও মা বাড়ির জমি চুরি করে রেজিষ্ট্রি করে নিয়েছে। আমার বাবা আমাকে বাড়িতে থাকতে দিতে চাইলেও বোন ও মা মিলে আমাকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা করেছে। বলতে গেলে আমার বোনের স্বামী ও ছেলে আমাদের উপর হামলা করেছে।

শৈলকুপাতে প্রথা ভেঙ্গে কনেযাত্রী এলেন বরের বাড়ী

বিয়ের প্রচলিত প্রথা ভেঙ্গে আবারো কনে ইতি সেলিনা এলো বিয়ে করতে বর সাংবাদিক এম এ মালেক শান্ত’র বাড়ি। ইতোমধ্যে এই বিয়ে নিয়ে এলাকায় তৈরী হয়েছে নানা আলোচনা ও সমালোচনা।

আজ বুধবার (১৩ জুলাই) শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের আবাসিক এলাকার ইউএনও”র গাড়ী চালক আব্দুল কাদেরের মেয়ে ইতি সেলিনা ও একই জেলার মনোহরপুর গ্রামের সামসুদ্দিন লস্করের পুত্র দীপ্ত টিভির সাংবাদিক এম এ মালেক শান্তর এই অসম বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেশীয় সংস্কৃতির চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী বর আত্মীয়-স্বজনসহ অন্যান্য সহযাত্রীদের নিয়ে কনের বাড়ী যান বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে। কনে ইতি সেলিনা এক্ষেত্রে তার সহযাত্রীদের নিয়ে বরের বাড়ীতে হাজির হন বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে।

প্রথাগতভাবে বিয়ের অনুষ্ঠানস্থলের প্রবেশমুখে যেভাবে বরকে বরণ করা হয়, তেমনি এই বিয়েতেও কনেকে ফুলের মালা পরিয়ে, মিষ্টি খাইয়ে বরণ করে নেন বরপক্ষের আত্মীয় স্বজন।

এরপর বর কনে আসনে বসে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। সব অতিথিদের আপ্যায়ন করানো হয় এবং কনে থেকে যান ছেলের বাড়ীতে।

ব্যতিক্রমধর্মী এই বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহের কমতি ছিলনা । বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে বরের বাড়ীতে যেমন উৎসাহী জনতা ভিড় ছিল তেমনি কনের বাসাতেও অনেক মানুষ জড়ো হন ।এই প্রথার বাইরের বিয়ের প্রস্তাবটি আসে মূলত বর শান্তর পক্ষ থেকে। তারা চেয়েছেন এই বিয়ের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে।

এ ব্যাপারে কনে সেলিনা বলেন “ছেলেরা যদি পারে মেয়েদেরকে বিয়ে করে নিয়ে আসতে তাহলে মেয়েরা কেন পারবেনা। নতুন সিস্টেমে বিয়ে করতে পেরে আমি অনেক খুশি। প্রথমে ভেবেছিলাম এভাবে বিয়ে করবো, ঠিক হবে কিনা। কিন্তু পরে আমি রাজী হই। এমন আনকমনভাবে বিয়ে এর আগে আর কেউ করেনি। বিয়েতে এজন্য অনেক আনন্দ হয়েছে।”শুরুতে দুই পরিবারের আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী আপত্তি জানালেও পরে তারা রাজী হন এবং সাদরেই এই প্রস্তাাবকে গ্রহণ করেন।

“পুরুষ শাসিত সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকারের বহিঃপ্রকাশে এই প্রথা ভেঙ্গে বিয়ে করার বিষয়টিকে প্রতীকী” বলে জানিয়েছেন বর এম এ মালেক শান্ত।

এর আগে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের এক দম্পত্তি এই প্রধা ভেঙ্গে বিয়ে করে বিশ্বব্যাপি সমালোচিত হন।

মেহেরপুরে গার্ড অব অনার প্রদান ছাড়া মুক্তিযোদ্ধার মরদেহ দাফন !

মেহেরপুরে গার্ড অব অনার ছাড়া দাফন করা হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদ আহমেদের মরদেহ।

আজ বুধবার দুপুর ২টার সময় মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে

জানাযা শেষে পৌর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। শেখ সাঈদ আহমেদ মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি ছিলেন। এ ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপির মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। আগামীকাল বিএনপির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শেখ সাঈদ আহমেদের দাফনের পূর্বে গার্ড অব অনার পাওয়া উচিত ছিলো। গার্ড অব অনার প্রদানের জন্য পুলিশের একটি দলও সেখানে এসেছিলো। কিন্তু জেলা বা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট না পাঠানোয় গার্ড অব অনার প্রদান ছাড়াই দাফন করা হয়েছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। এ বিষয়ে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে আগামীকাল সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক বলেন, মেহেরপুরে ১১৮ জন মুক্তিযোদ্ধার ভাতা স্থগিত করা হয়েছে। তার মধ্যে শেখ সাঈদও আছেন। কিন্তু তিনি এখনো বাতিল হননি। যেহেতু বাতিল করা হয়নি সে হিসেবে তাঁর গার্ড অব অনার প্রাপ্য ছিলো। জেলা বা উপজেলা প্রশাসন এটা না করলে দায়ভার তাদের নিতে হবে।

সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার আবুল কাশেম বলেন, যাচাই বাছাই তালিকায় শেখ সাঈদ ‘গ’ তালিকায় ছিলেন। যেহেতু বাতিল করা হয়নি, সে হিসেবে তাকে গার্ড অব প্রদান করা উচিত ছিলো।

সম্প্রতি গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামে ভাতা স্থগিত তালিকার মধ্যে থাকা বীর মুক্তিযোদ্ধা এলাহি বিশু মারা গিয়েছেন। তাকেও গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন গাংনীর সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার মুনতাজ আলী।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, গার্ড অব অনার প্রদানের জন্য পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ না আসায় পুলিশ বেশ কিছুক্ষণ অপক্ষোয় থেকে পরে গার্ড অব অনার প্রদান না করে চলে এসেছে।

তবে, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পৃথকভাবে একাধিক ফোন করলেও তাঁরা ফোন রিসিভ করেননি।
জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদ আহমেদ (৬৫) অসুস্থ জনিত কারণে বুধবার ভোরে শহরের স্টেডিয়াম পাড়াস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। তিনি স্ত্রী, দুই

ছেলে, দুই মেয়ে, রাজনৈতিক সহচার্জ, বন্ধু বান্ধব ও অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

শেখ সাঈদ আহমেদের স্ত্রী রোমানা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও বর্তমানে মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের উপদেষ্টা।

মেহেরপুরের কৃতি ছাত্রী ও জাবি শিক্ষকের বিয়ে সম্পন্ন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবাইলোজি বিভাগের প্রভাষক নাদিম শরীফের সাথে মেহেরপুরের সন্তান ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্রী আফসানা খান দ্রুতি”র আড়ম্বরপূর্ণ বিয়ে আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে সমপন্ন হয়েছে।

আফসানা খান দ্রুতি মেহেরপুর শহরের আওয়ামীলীগ নেতা ও বিশিষ্ট ঠিকাদার জাকির হোসেন খান মিন্টু’র প্রয়াত বড় ভাই আমীনুর রহমান খান ডাকু ও ফারজানা রহমান খানের একমাত্র সন্তান। সে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্বসবিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

নাদিম শরীফ মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়াস্থ মো: শরীফ উদ্দীন ও নাছিমা শরীফের পুত্র।

বিয়েতে মেহেরপুর জেলার রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সুধিসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।